25 APR 2017

কালের কণ্ঠ

গাজীপুরের ৩ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সক্রিয় জামায়াত-শিবির

শরীফুল আলম সুমন ▷

টঙ্গী সরকারি কলেজ, তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা ও ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের ২০ হাজার শিক্ষার্থীকে দলে ভেড়াতে একাধিক বৈঠক

সরাসরি সহায়তা করছেন শিক্ষকরা

নিয়মিত হচ্ছে 'দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক'

রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল হয়েছে বেশ আগেই। এর পরও তারা বসে নেই। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করে এগোচ্ছে জামায়াত-শিবির। গোপনে কর্মী সংগ্রহ ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। আর এই কর্মকাণ্ডের অন্যতম টার্গেট গাজীপুর। টঙ্গী সরকারি কলেজ, তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা ও ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের ২০ হাজার শিক্ষার্থীকে দলে ভেড়াতে ক্যাম্পাসেই বৈঠক করেছেন জামায়াত-শিবির নেতারা। নিয়মিত আয়োজন করা হচ্ছে 'দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক'। আর এ কাজে সরাসরি সহায়তা করছেন শিক্ষকরা।

গাজীপুরসহ সারা দেশের জামায়াত-শিবিরের গোপন তৎপরতার বিষয়ে উদ্বেগজনক মতামত তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সম্প্রতি এক গোপন প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে। সেখানে গাজীপুরের তিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম উঠে এসেছে। সরকারের একাধিক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে টঙ্গীর তামিরুল মিল্লাত মাদরাসায় জঙ্গিবাদ বিস্তারের বিষয়টি উঠে এলেও এবার যুক্ত হয়েছে আরো দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম। গাজীপুরের অন্যতম সেরা দুই প্রতিষ্ঠান টঙ্গী সরকারি কলেজ ও ভাওয়াল বদরে আলম কলেজে জামায়াত-শিবিরের গোপন তৎপরতার বিষয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা।

এসব বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষকদের সরকারি নিয়ম-নীতির মধ্যেই থাকতে হবে। এর বাইরে তাঁদের যাওয়ার সুযোগ নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ঘিরে জামায়াত-শিবিরের তৎপরতার বিষয়ে আমার জানা নেই। তবে আইনগত কোনো বিষয় থাকলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দেখবে। আর আমাদের যা করার দরকার তা আমরা করব।'

জানা যায়, গত ১৫ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গাজীপুর জেলায় জামায়াত-শিবিরের গোপন তৎপরতা ও কর্মকাণ্ড বিষয়ে একটি গোপন প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে গত ২৩ মার্চ সেই প্রতিবেদন পাঠানো হয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৯ এপ্রিল মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে নির্দেশনা দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাতে গাজীপুর জেলাসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জামায়াত-শিবিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত দাওয়াতে অংশগ্রহণ ও উপহারসামগ্রী গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এস এম ওয়াহিদুজ্জামান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসারে আমরা কাজ করি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জামায়াত-শিবিরের তৎপরতার বিষয়ে মন্ত্রণালয় যেভাবে বলবে সেভাবেই আমরা ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

গোপন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজীপুরের স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ ও বসবাসরত মানুষজনের শিল্পমুখী হওয়ার সুযোগকে কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে জামায়াত-শিবিরের গোপন তৎপরতা ও কর্মকাণ্ড ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। জেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে টঙ্গী সরকারি কলেজ, তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা ও ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে জামায়াত-শিবির টার্গেট হিসেবে সামনে রেখে তাদের কার্যক্রম পরিচালনায় মনোযোগ দিচ্ছে। এ তিন প্রতিষ্ঠানে ২০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। যাদের বেশির ভাগই অনাবাসিক ও মেসে বসবাস করে। এ ছাড়া গাজীপুর জেলায় গোপনে জামায়াত-শিবিরের সাংগঠনিকসহ বিভিন্ন তৎপরতা চালানোর তথ্য পাওয়া যায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজীপুরের তিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে ব্যক্তিগত দাওয়াত ও উপহারসামগ্রী দেওয়ার মাধ্যমে তারা সাংগঠনিক কার্যক্রম চালানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করছে। সম্প্রতি টঙ্গী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলামের অফিস কক্ষে গাজীপুর সদর অঞ্চলের শিবিরকর্মীদের গোপন বৈঠক হয়। এতে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য কলেজ ক্যাম্পাস, খেলার মাঠ ও অধ্যক্ষের সহযোগিতা চাওয়া হয়। কলেজের অধ্যক্ষকে জামায়াত-শিবিরের ক্যালেন্ডার, বইপুস্তক ও উপহারসামগ্রী দেওয়া হয়। এরপর ছদ্মবেশে তারা কর্মী সংগ্রহ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এর আগে গত জানুয়ারিতে টঙ্গী সরকারি কলেজ মাঠে জামায়াত-শিবিরের কিছু নেতাকর্মী খেলাধুলার মাধ্যমে একত্রিত হয়ে গোপনে সভা করে। এতে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি ইয়াসিন আরাফাত, শিবিরের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি মুহাম্মাদ আতিকুর রহমানসহ স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

গোয়েন্দা প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, গত ১৯ জানুয়ারি টঙ্গী এলাকায় গাজীপুর মহানগর শিবিরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে গোপনে 'দায়িত্বশীল শিক্ষা বৈঠক ২০১৭' অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ইয়াসিন আরাফাত। বৈঠকে গাজীপুরের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫ শিক্ষার্থী অংশ নেয়। ওই বৈঠকে নতুন কর্মী সংগ্রহ, কর্মীদের আত্মশুদ্ধি বৃদ্ধি ও আউটপুটভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়। এ ছাড়া গত ১৫ ডিসেম্বর টঙ্গীতে গাজীপুর মহানগর শিবিরের বার্ষিক সদস্য সমাবেশে কেন্দ্রীয় শিবিরের সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আতিকুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদনের মন্তব্যে বলা হয়, গাজীপুরের তিনটি কলেজকে টার্গেট করে জামায়াত-শিবির তাদের কর্মী সংগ্রহসহ সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও কর্মতৎপরতা বাড়িয়েছে। শিক্ষার্থীদেরও ব্যক্তিগত দাওয়াত, উপহারসামগ্রী প্রদান, শিক্ষা বৈঠক, খেলাধুলা আয়োজন, সম্মেলনসহ নানামুখী কর্মসূচির আড়ালে কর্মী সংগ্রহের কাজ চলছে। জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীরা টঙ্গী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ম্যানেজ ও উপহারসামগ্রী প্রদান করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করছে, যা রাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ।

প্রতিবেদনের সুপারিশে বলা হয়, গাজীপুরের টঙ্গী সরকারি কলেজ, তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা এবং ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজসহ সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আওয়ামী লীগ ও বর্তমান সরকারপন্থী শিক্ষকদের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদায়ন করতে হবে। জামায়াত-শিবিরের কর্মী সংগ্রহসহ সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা রোধে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। গাজীপুরসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জামায়াত-শিবিরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত দাওয়াতে অংশগ্রহণ ও উপহারসামগ্রী গ্রহণ হতে বিরত থাকতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে।